



259211 - জনকৈ ব্যক্তি মোবাইল ফোনে দোকানে একজন অংশীদার, সে কনিজি কনি অন্বরে কাছে কসিততিে বক্রি করতে পারবে?

প্রশ্ন

আমার স্মার্টফোন বক্রিরি একটা দোকান আছে। দোকানটা কয়কেজন উত্তরাধিকারী; তাদের মধ্যে আমিও একজন এবং আমি দোকানটা চালাই। বর্তমানে আমি দোকানে ভেতর বক্রিরি একটা নতুন ধরণ চালু করছি। সেটা হল কসিততিে বক্রি। এটা বিশেষভাবে শুধু আমার পক্ষ থেকে করছি। এখন কোনো কাস্টমার যদি কসিততিে একটা মোবাইল সেটা কনিত চায়, তাহলে আমি তার কাছে কসিতরি মূল্যে সেটা পশে করি। আমরা একমত হওয়ার পর আমি দোকান থেকে নজিরে নামে নগদ দামে মমেো বানাই। তারপর কসিততিে ঐ কাস্টমারের কাছে সেটা বক্রি করি। এই পদ্ধতিটা কি জায়গে? উল্লেখ্য, আমি কসিততিে বক্রি করার জন্য কিছু মোবাইল সেটা নজিরে কনিত পারি না। যহেতু মোবাইলের বহু মডলে, নানাবধি রঙ ও প্রত্যকে মোবাইলের বিভিন্ন মমেোরি কার্ড থাকে। তাই এটা আমার জন্য উপযুক্ত পন্থা। আমি মনে করি এভাবে আমি লাভ করতে পারব। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দান করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অংশীদার বা মুদ্বারাবা ব্যবসার অংশীদার বা এজেন্টের জন্য অন্য অংশীদার বা এজেন্ট নযিক্তকারীর অনুমতি ছাড়া নজিরে জন্য কিছু কনো জায়গে নয়। যহেতু এতে তার উপর নজিরে প্রতি পক্ষপাতিত্বেরে অপবাদ উঠবে। এবং যহেতু এজেন্ট বা অংশীদারের উপর আবশ্যক হল তাকে নযিক্তকারী ব্যক্তি বা অন্য অংশীদারদের জন্য সর্ব্বাধিকি লাভজনক কাজটা করা। আর সে নজিরে জন্য কনোর দাবী হলো সর্ব্বাধিকি কমে কনো। সর্ব্বোচ্চ লাভ করা ও সর্ব্বাধিকি কমে কনো এ দুটি পরস্পর সাংঘর্ষকি।

একজন অংশীদার অংশীদারত্ব কারবারে মৌলিকভাবে নজিরে পক্ষ থেকে এবং অন্য শরীকদারদের প্রতিনিধি হিসেবে লনেদনে করে।

ইবনে কুদামা রাহমাহুল্লাহ তার ‘আল-মুগনী’ (৫/৬৮) বইয়ে বলনে: “এজেন্টের জন্য নজিরে থেকে নজিরে কনো জায়গে নহে। অনুরূপভাবে অসীয়তরে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরি জন্যও।

সারকথা হল, কটে যখন কনো কিছু বক্রিরি দায়িত্বে নযিক্ত হয়, তখন তার জন্য নজিরে থেকে নজিরে কনো জায়গে নয়। এটা



দুই বর্ণনার এক বর্ণনা, যা মুহান্না রওয়ায়তে করছেন এবং এটি শাফয়ী ও আহলে রায় এর মাযহাব।

অনুরূপভাবে অসীয়তরে দায়ত্বে থাকা ব্যক্তির জন্য এতীমরে সম্পদ থেকে কিছু নজিরে জন্য কনি নওয়া জায়যে নয়। এটি দুই বর্ণনার এক বর্ণনা এবং শাফয়ীর মাযহাব।”[সমাপ্ত]

মরিদাওয়ী ‘আল-ইনসাফ’ বইয়ে (৫/৩৭৭) বলেন: “দুটো টীকা: প্রথমটি হলো: এজনেট কর্তৃক মক্কলে জন্ম নজিরে থেকে নজিরে করয় করার হুকুমও একই। অনুরূপভাবে শাসক, কামাধ্যক্ষ, অসীয়তরে দায়ত্বে থাকা ব্যক্তি, ওয়াকফরে দায়ত্বে থাকা ব্যক্তি, মুদ্বারাবা ব্যবসার অংশীদার সবাই এজনেটরে মতই।”[সমাপ্ত]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়্যাহ (৩৯/৪৫) বইয়ে আছে: “হানাফী, শাফয়ী অধিকাংশ ফকাহবদিরে অভিমিত ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী এবং মালকীদরে নরিভরযোগ্য মতানুযায়ী: জনোরলে সলেস এজনেটরে জন্ম কোনোভাবেই নজিরে কাছে বক্রিকরা জায়যে নই। যহেতে বক্রিররে ক্বতরে লোকচার হলো: ব্যক্তি অন্যরে কাছে বক্রিকরা। তাই ওকালতিত্থা এজনেট নযিক্তকি সই লোকচারে ব্যাখ্যা করা হয়ছে; যমেনটি ঘটত যদি তিনি স্পষ্টভাবে সটো বলে দতিনে। এবং যহেতে (নজিরে কাছে বক্রিকরলে) সই অপবাদরে শকার হব।

হানাফী ও শাফয়ীর এই হুকুমরে কারণ দর্শয়িছেনে এভাবে: এক ব্যক্তি একসাথে করতো ও বক্রিতো হত পারে না। তারা বলেন: এজনেট নযিক্তকারী যদি এজনেটকে নজিরে কাছে বক্রিকরার নরিদশে দনে তবুও সটো বই হব না।

অন্যদকি মালকী ও হাম্বলীর স্পষ্ট বলছেন: এজনেট নজিরে কাছে বক্রিকরতে পারবে যদি তাকে নযিক্তকারী ব্যক্তি অনুমতি দনে।”

অনুরূপভাবে কোন অংশীদাররে এই অধকার নই য, অন্য শরীকদারদরে অনুমতি ছাড়া তাদরে দোকানকে ব্যবহার করবে এবং সখনে নজিরে ব্যক্তগিত বচাবক্রিকরবে।

কোন কর্মচারীর এই অধকার নই য, সই তার চাকুরীকালীন সময়ে তার নয়িগেগকর্তা ছাড়া অন্য কারো কাজ করবে।

অতএব তনিটি বিষয়ে আপনার সাথে যারা দোকানরে অংশীদার তাদরে অনুমতি নওয়া আবশ্যক:

১) তারা আপনাকে এই অনুমতি দয়ো যই আপনি নিজস্ব বচাবক্রিকরতে পারবেন।

২) তারা আপনাকে এই অনুমতি দয়ো যই এই কাজ আপনি দোকানরে ভতরে এবং অংশীদারদরে মালকিনাভুক্ত পণ্য দয়ি করতে পারবেন।

৩) তারা আপনাকে কর্মকালীন এই কাজ করার অনুমতি দওয়া।



আপনার অংশীদাররা যদি আপনাকে এই কাজের অনুমতি দিয়ে এবং তারা যদি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তষ্কসম্পন্ন হয় তাহলে এমনটা করতে বাধা নেই। যদি আপনার কাছে কটে কিস্তিতে কনিতা আসে তখন আপনি নিজ অর্থ দিয়ে দোকান থেকে স্টেটা নিজের জন্য কনিতা নবিনে। এরপর তার কাছে বক্রি করবনে।

আর যদি অংশীদারদের মধ্যে অপরপিক্ক বুদ্ধিরি কটে থাকে; তথা যে এখনও বালগে হয়নি কিংবা বালগে হলওে নরিবোধ, তাহলে এই লনেদনে করা জায়যে হবে না; এমনকি সে আপনাকে অনুমতি দিলিওে। কারণ তার অনুমতি শরীয়তের দৃষ্টিতে ববিচেয নয়।

আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।